দৈনিক [redacted]

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

...দের পদোন্নতি প্রসঙ্গে

সাম্প্রতিককালে বি.সি.এস, এডুকেশন ক্যাডারে বিশেষ করে প্রভাষকদের পদোন্নতির ক্ষেত্রে যে অবস্থা বিরাজ করছে সে সম্পর্কে কিছু লিখতে চাই। এ ক্যাডারে প্রভাষকদের পদোন্নতি নিয়ে এমন কিছু ঘটনা ঘটেছে বা ঘটছে যা ...খজনক এবং লজ্জাকর। ১৯৯০-এর ...শকের প্রথমভাগ পর্যন্ত এ ক্যাডারে ...ভাবিক নিয়মে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে পদোন্নতি দেয়া হতো; কিন্তু এ '৯০-এর দশকের শেষের দিকেই শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে একটি প্রজ্ঞাপন জারি করা হয় যে, এখন থেকে পদোন্নতির জন্য বিভাগীয় ও সিনিয়র স্কেল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ্য, এ প্রজ্ঞাপনটি অনেক কলেজের অনেক প্রভাষকেরই অজানা ছিল। এদিকে এ বিভাগীয় পরীক্ষা এবং পদোন্নতি সংক্রান্ত বিষয়ে বি.সি.এস শিক্ষা ক্যাডারের আত্তীকৃত এবং সরাসরি নিয়োগকৃত এ ২ গ্রুপের চরম দ্বন্দ্বের এক পর্যায়ে উভয় গ্রুপের মামলা-মোকদ্দমা শুরু হয় এবং সব ধরনের পদোন্নতি বন্ধ থাকে। ...বশেষে গত সরকারের উদ্যোগে ...সি.এস শিক্ষা ক্যাডারের ওই ২ গ্রুপ ...লোচনায় বসে এবং বিতর্কিত একটি ...মালা প্রণয়ন করে তার ভিত্তিতে এ ...ডারের সর্বস্তরের শিক্ষকের পদোন্নতি ...য়া শুরু হয় এবং বহু শিক্ষক গত ...রের আমলেই পদোন্নতি পান।

...খানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য, এ ...ডারের প্রভাষকদের পদোন্নতির ...ত্রে যে বিতর্কিত নীতিমালা প্রণয়ন ...হয় তা হলো- ৩১-০৭-১৯৯১ পর্যন্ত ...সব প্রভাষকের নিট সরকারি চাকুরি ৫ বছর পূর্তি হয়েছে তাদের প্রামার্জনের আওতায় এনে তাদের টাইম স্কেল (বকেয়া পাওনাদিসহ) ও অন্যান্য আর্থিক সুবিধাসহ পদোন্নতি প্রদান করা হবে এবং যথারীতি এ নীতিমালার ভিত্তিতে বহু প্রভাষক সকল প্রকারের আর্থিক সুবিধাসহ পদোন্নতি পান গত সরকারের আমলেই। এখানে আমাদের বক্তব্য হলো-

১। পদোন্নতির জন্য বিভাগীয় পরীক্ষা ও সিনিয়র স্কেল পরীক্ষা যদি দিতেই হয়, অসুবিধা কিসের? কিন্তু বিশেষ একটি অংশের জন্য প্রোমার্জনের সুবিধা কেন দেয়া হলো?

২। এ প্রোমার্জন যদি করাই হলো তা হলে ৩১-০৭-৯১ পর্যন্ত কেন হলো?

৩। এটা তো ৩১-০৭-৯২, ৯৩ বা ৯৪ও হতে পারতো। এখানে আমাদের বক্তব্য হলো, প্রোমার্জন করাই উচিত হয়নি। এ প্রোমার্জন এবং পদোন্নতি প্রক্রিয়ায় কত নিবেদিত প্রাণ শিক্ষক যে চরম লজ্জাকর অবস্থায় পড়েছেন তা লিখে প্রকাশ করা যাবে না। আমরা ৪ জন প্রভাষক ২৮-৭-৮৩ থেকে ১৫-৮-৮৩ তারিখের মধ্যে যশোর সিটি কলেজে প্রভাষক হিসেবে যোগদান করি। এই কলেজটি ০১-০৭-১৯৮৭ তারিখে সরকারিকরণ হয়। এখানে উল্লেখ্য, আত্তীকরণ বিধিমালা ১৯৯৮ জারির পূর্বের বিধিমালায় বিধান ছিল যে, যেসব প্রভাষকের চাকরি ধারাবাহিকভাবে ৪(চার) বছর পূর্ণ হবে কেবল মাত্র তারাই ২(দুই) বছরের সিনিয়রিটি পাবেন। নিঃসন্দেহে এ বিধানটি ছিল একটি অমানবিক বিধান। এটা যে কত বড় অমানবিক বিধান তা কেবল আমরাই জানি যাদের চাকরি মাত্র ২৫ দিন বা এক মাসের কারণে ৪(চার) বছর পূর্ণ হয়নি। আত্তীকরণ বিধিমালায় এ বিধিটি অমানবিক ছিল বলেই নতুন করে প্রণয়ন করা আত্তীকরণ বিধিমালা ১৯৯৮ এবং ২০০০ উভয় বিধিতেই আত্তীকরণ পূর্ব চাকরি যার যাহাই হোক না কেন তার ৫০% তিনি সিনিয়রিটি পাবেন; কিন্তু দুঃখজনক বিষয় এই, জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণের উপরোক্ত বিধানটি পাস কাটিয়ে পদোন্নতি প্রক্রিয়া চলতে থাকে। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য, শিক্ষা ক্যাডারের উভয় গ্রুপের মধ্যে মামলা চলাকালীন সরকারের নির্দেশে তৎকালীন মহাপরিচালক (মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা) 'মাহিয়ার সুলতানার' উপস্থিতিতে বিবদমান দু'গ্রুপের মধ্যে একটা সমঝোতা স্মারক সই হয়। এই সমঝোতা স্মারকের ৮ নং কলামে উল্লেখ করা হয়, যেসব আত্তীকৃত বা সরাসরিভাবে নিয়োগকৃত প্রভাষকের সরকারি চাকরি ধারাবাহিকভাবে ১০ বছর পূর্ণ হয়েছে তাদের একবার বা শেষবারের মতো প্রোমার্জনের সুযোগ দেয়ার জন্য মন্ত্রণালয়ে সুপারিশ করা হবে। প্রকৃতপক্ষে আমরা যারা নানাভাবে ভাগ্য বিড়ম্বনার কবলে পতিত শিক্ষক, তারা এ বিষয়টি নিশ্চিত হতে পারিনি যে, আমাদের বিভাগীয় পরীক্ষা বা সিনিয়র স্কেল পরীক্ষায় অংশ নেয়া লাগবে কি লাগবে না। এ অবস্থার মধ্য দিয়ে শুরু হয় পদোন্নতি প্রক্রিয়া এবং বহু সংখ্যক জুনিয়র শিক্ষক বিভাগীয় ও সিনিয়র স্কেল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ থাকার কারণে পদোন্নতি পেয়ে যান। এ পদোন্নতির জোয়ারে সরাসরিভাবে আমাদের অনেক ছাত্র প্রভাষকদের চেয়েও জুনিয়র অনেক প্রভাষক পদোন্নতি পেয়ে যান। পদোন্নতি প্রাপ্তির জন্য যারা যোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছেন তারা পদোন্নতি পেয়েছেন। এখানে বলার কিছু নেই; কিন্তু তবুও আমরা এসব প্রশ্নের হিসাব মিলাতে পারি না যে;

১। বিভাগীয় পরীক্ষা— অথচ এ বিভাগীয় পরীক্ষায় যার যার সংশ্লিষ্ট বিভাগ বা বিষয় তার উপর প্রশ্ন হয় না কেন?

২। সিনিয়র স্কেল পরীক্ষায় নিজ নিজ বিভাগের বা বিষয়ের উপর প্রশ্ন আসার যে বিধান আছে তার থেকে বিভাগীয় পরীক্ষাতেই একজন প্রভাষকের নিজ নিজ বিষয়ের উপর পরীক্ষা দেয়ার বিধান থাকা অধিকতর যুক্তিযুক্ত নয় কি? কারণ ধারাটা কি একই ধরনের হওয়া উচিত? একজন শিক্ষককে তো পাঠদানের পাশাপাশি আরও অনেক কিছুই করতে হয়। যেমন সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর বা জাতীয় বিভিন্ন জন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর পত্র-পত্রিকায় লেখালেখি বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ওপর বই, পুস্তক রচনা করতে হয়। এখানে এই কথা বলাই বাহুল্য যে, একজন শিক্ষকের যোগ্যতা নিরূপণের মাপকাঠি হওয়া উচিত ওই বিষয়টি; কিন্তু বড়ই দুর্ভাগ্যের বিষয় এই, শিক্ষকতার এই মহান পেশায় নিয়োজিত শিক্ষকদের যে পদোন্নতির ব্যবস্থা রয়েছে এই পেশার সঙ্গে তা সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এ কারণে চরম লজ্জাকর ও হতাশাজনক পরিস্থিতির মধ্যে নিপতিত হয়েছেন অনেক নিবেদিত প্রাণ শিক্ষক। শিক্ষকতার এ মহান পেশায় যাদের অনেকের অবদান স্ব স্ব বিভাগে সাম্প্রতিককালে পদোন্নতিপ্রাপ্ত প্রভাষকদের অনেকের থেকেই অনেক গুণে বেশি। এসব... কবে কিভাবে... জানে?

পরিশেষে... কবিগুরু র... প্রবাদবাক... উক্তিটি... যাবে... উক্তিটি... কাজে... যতবেশি জ্ঞানদান... অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার বা জ্ঞানের ক্রমাগত সমৃদ্ধই হবে। তবে পদোন্নতির ক্ষেত্রে একজন অপেক্ষাকৃত শিক্ষকের

একজন প্রভাষককে তো পদোন্নতি পেতে হলে তিনি যে বিভাগের শিক্ষক সে বিভাগ বা বিষয়ের উপরই প্রথমে তার যোগ্যতার পরিচয় দেয়া উচিত।

৩। একজন শিক্ষক, আর একজন অফিস কর্মকর্তার চাকরি ও পদোন্নতির

চিঠিপ...

মতামতের জন্য সম্পাদক ...

চট্টগ্রাম, ডেভিং হাউ...
বিজ্ঞপ্তি
...১/২০০৫, তারিখ ০৫-০৮-...
...বাং মোতাবেক শাহজিবাজার...
অফিস স্টেশনারী সরবরাহের...
...জার আটশত বার টাকা) মাত্র
...তালিকাভুক্ত ফি ও শ্রেণী
...পত্র আহ্বান করা যাচ্ছে...